سيرة الخلفاء الراشدين

চার খলীফার জীবনী

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব,
বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, লেখক ও আলোচক)

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

দাঈ: আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার, বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জীবনী.............০৭-২৯

- নাম ও বংশ পরিচয়------------------------------ ০৭
- ইসলাম কবুল ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ------------------- ০৮
- শারীরিক ও চারিত্রিক গুণাবলী ------------------- ০৮
- আল্লাহর রাস্তায় তাঁর সম্পদ খরচ --------------------------- ১২
- আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ফযিলত ও গুণাবলী----------------------১৩
- আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কিছু বৈশিষ্ট্য---------------------------- ২০
- খেলাফতের বায়াত---২০
- আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর খেলাফত সত্যায়নে প্রমাণাদি------------- ২১
- বিচার ফয়সালাতে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অনুসরণীয় পদ্ধতি------- ২৩
  - আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি------ ------ ২৪
  - আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যুগে ইসলামী বিজয়সমূহ------ ২৫
  - আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর শ্রেষ্ঠত্ব----------------------- ২৮
  - আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর শাহাদাতবরণ---------------- ২৮

প্রশ্নমালা-- ৩০

উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জীবনী..........৩৪-৫৭

- নাম ও বংশ পরিচয়------------------------------৩৪
- ইসলাম গ্রহণ ও যুদ্ধে উপস্থিতি--------------------- ৩৪
- উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ফযিলত ও গুণাবলী-----------------৩৬
- উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জ্ঞান---------------------------৩৬
- উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর দ্বীন ও দৃঢ়তা------------------ ৩৬
- উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অন্তর্দৃষ্টি ও নীরক্ষণ------------------------- ৩৭
- উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উঁচু মর্যাদা-------------------------৩৮
- উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সত্যতা------------------------------৩৮
- অনুসরণে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কঠোরতা ও পরিপূর্ণতা--- ৩৮
- তাঁর মতামত ও কুরআনের অনুমোদন বা সমর্থন... ৩৮

- খালীফা উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যুগে ইসলামী বিজয়ঃ---৭১
    - মরক্কো ও নূবাহ দেশের বিজয়-------------------------৭১
    - পারস্য দেশের বিজয়-----------------------------------৭২
    - উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর শাহাদতবরণ-----------------------৭২
    - শেষ মুহূর্তগুলো--------------------------------------৭৫
- **প্রশ্নমালা--৭৮**

আলী ইবনে আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জীবনী..৮২-১০০

    - নাম ও বংশ পরিচয়-----------------------------------৮২
    - ইসলাম গ্রহণ--৮৩
    - চারিত্রিক গুণাবলী--৮৩
    - ফযিলত ও মর্যাদা-------------------------------------৮৪
- জানমাল বিসর্জন ও কুরবানি-----------------------------৯১
- খেলাফত---৯১
- গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি---------------------------------------৯২
- কার্যাদির ব্যাপারে কিছু সাহাবা কেরাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর অবস্থান----৯৩
    - প্রথমটি: জামাল তথা উটের যুদ্ধ (৩৬ হি:)------------৯৪
    - দ্বিতীয়টি: ৩৭ হিজরীতে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ----------------৯৬
    - ঘটনাবলির শেষ ও ইরাক ও শামবাসীর রক্তপাত বন্ধ-----৯৭
    - আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর শাহাদাতবরণ------------------------৯৮
- **প্রশ্নমালা---১০১**

سيرة أبي بكر الصيق رضي الله عنه

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জীবনী

(১১–১৩ হিজরী, ৬৩২-৬৩৪ ইং)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

سيرة أبي بكر الصيق رضي الله عنه
আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জীবনী
(১১–১৩ হিজরী, ৬৩২-৬৩৪ খৃ.)

মহানবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “যদি আমি কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই বন্ধু বানাতাম। কিন্তু আমি রহমানের (আল্লাহর) বন্ধু।”[১]

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর ঈমানকে সমস্ত উম্মতের ঈমানের সাথে ওজন করা হলে তাঁরই ঈমান বেশি ভারি হবে।

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সমস্ত সম্পদকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেন। তাঁকে বলা হলোঃ তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য কি ছেড়ে এসেছ? উত্তরে বলেনঃ আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রেখে এসেছি।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে কুহাফা (উছমান) ইবনে আমের ইবনে ‘আম্র ইবনে কা‘ব ইবনে সা‘দ ইবনে তাইম ইবনে কা‘ব ইবনে লূই ইবনে গালেব আল-কুরাইশী ও আত্তাইমী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। তাঁর বংশ মুররা ইবনে কা‘বে গিয়ে নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ষষ্ঠ দাদার সাথে মিলে গিছে। তাঁর মাতার নামঃ সালমা বিনতে স্বখর ইবনে ‘আমের। যার কুনিয়াত ছিল উম্মুল খাইর। মা বাবার চাচাত বোন ছিলেন।

---

১. বুখারী হা/৪৬৭, মুসলিম হা/৫৩২।

উপনাম ও উপাধিঃ

উপনাম আবু বকর এবং উপাধি সিদ্দীক। মেরাজের রাত্রির সকালে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সিদ্দীক তথা মহাসত্যবাদী গুণে ভূষিত করেন।[২] কারন মেরাজের ঘটনা বিনা দিধা দ্বন্দে বিশ্বাস করার জন্য তাকে সিদ্দীক তথা সত্য বাদী উপাধি দেওয়া হয়।

জন্মগ্রহণঃ তিনি মক্কায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্মের প্রায় ২ বছর ৬ মাস পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন।[৩]

ইসলাম কবুল ও যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ

তিনি বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪] আর অন্যদের চেয়ে তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য বড় উপকারী। কারণ দা'ওয়াতে ছিল তাঁর প্রচেষ্টা ও সমাজে ছিল উঁচু অবস্থান। তাই তো তাঁর ইসলাম গ্রহণে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতে প্রবেশ করেন। যেমনঃ আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, উছমান ইবনে আফফান, জুবাইর ইবনে আওয়াম ও তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ প্রমুখ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুম)। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

শারীরিক ও চারিত্রিক গুণাবলীঃ

(ক) শারীরিকঃ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর শারীরিক বর্ণনা দিয়ে তাঁর মেয়ে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা) বলেন, তিনি একজন ফর্সা, পাতলা, গালে কম দাড়ি ও কুঁজো (পিঠ বা ঘাড়) মানুষ ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর মুখে কম মাংস, ডাবা চক্ষু, উঁচু কপাল ও রগমুক্ত আঙ্গুল ছিল।[৫]

---

২. সিলসিলা সহীহা-আলবানী (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) হা/৬০৩, মুস্তাদরাক-হাকেম ৩/৬২, ৬৩।
৩. ফাতহুল বারী-ইবনে হাজর ৭/১৭০ আল-ইসাবা-ইবনে হাজর ২/৩৪১।
৪. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজর ৭/১৮।
৫. আল-খুলাফা আর রাশিদূন-ড. আমীনুল কুযাত পৃ. ১৫।

ইবনুল যাওজী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) **বলেনঃ** জেনে রাখ! আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সম্মান ও মর্যাদা জাহেলিয়াতে ও ইসলামে সবার পরিচিত। জাহেলিয়াতে তাঁরই নিকটে দিয়াত (রক্তমূল্য) ও জরিমানা জমা থাকত। আর তিনি যখন অপরের পক্ষ থেকে কোন দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন তখন সে ব্যাপারে কুরাইশরা জিজ্ঞাসা করে তাঁর নাম শুনলে সত্যায়ন করত ও তা পূর্ণ করত। আর অন্য কেউ হলে তাকে অসম্মানিত করত।[৭]

তাঁর বাহাদুরী সম্পর্কে উরওয়া ইবনে জুবাই বলেনঃ আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি মুশরেকদের কঠিন আচরণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেনঃ আমি উকবা ইবনে আবি মু'য়ীতকে নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে আসতে দেখি, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। সে তার চাদর নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গলায় পেঁচিয়ে কঠিনভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে। এমন সময় আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এসে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বলেনঃ তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ। অথচ তিনি তোমার নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছেন।[৮]

তিনি মুরতাদ ও যাকাত অনাদায়কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন যা তাঁর বাহাদুরীর বড় প্রমাণ। তিনি বলেনঃ তারা যদি একটি উট বাঁধার রশি বা ছাগল ছানাও আমাকে না দেয়, যা রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দিত, তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

---

৭. আত্তাবস্বিরাহ ১/৩৯৮।
৮. বুখারী হা/১৪০০।

তাঁর আল্লাহভীরুতা ও দুনিয়া বিরাগী: ইমাম তবারানী (রহিমাহুল্লাহ তা'আলা) তাঁর মুসনাদে, হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: যখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন তিনি তাঁর মেয়ে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা) কে ডেকে বলেন: তুমি দেখ! আমরা যে উটটির দুধ পান করতাম, যে বাটিতে রঙ করতাম এবং যে কম্বলটি ব্যবহার করতাম। এ সব দ্বারা মুসলিমদের দায়িত্ব পালনের সময় আমরা উপকৃত হতাম। তাই যখন আমি মারা যাব তখন এসব উমারের নিকট ফেরত দেবে। অতঃপর যখন তিনি মারা যান তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা) সবই উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর কাছে প্রেরণ করেন। এ সময় উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন: আবু বকর আপনার প্রতি আল্লাহ দয়া করুন! আপনার পরে যে আসবে তার প্রতি কঠিন করে দিলেন।

তাঁর বিনয়ীতা: ইবনে আসাকের আবু সালেহ গেফারী থেকে বর্ণনা করেন। উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মদীনার এক প্রান্তে রাত্রিতে একজন অন্ধ বুড়ি মহিলার দেখাশুনা করতেন। তার পানির ব্যবস্থা করতেন এবং কার্যাদি সম্পাদন করে দিতেন। উমার যখনই আসতেন তখন দেখতে পেতেন যে, কে যেন তাঁর পূর্বে সে মহিলাটির নিকট এসে তার প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করেছেন। এক দিন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ওঁতপেতে দেখলেন সে ব্যক্তি আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), যে ঐ মহিলার খেদমত করতেন। আর এ সময় তিনি খলীফা ছিলেন। অতঃপর উমার বলেন, উমার! তুমি এ বিষয়ে সন্দেহ কর?

সৎকাজে তাঁর উচ্চ মনোবল: আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমাদের মাঝে আজ সকালে কে সিয়াম অবস্থায় প্রভাত করেছ? আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযায় হাজির হয়েছ? আবু

বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আজ তোমাদের থেকে কে মিসকিনকে খাদ্যদান করেছ? আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের কে আজ রুগী পরিদর্শন করেছ? আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তির মাঝে এসব গুণ একত্রিত হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৯]

আল্লাহর রাস্তায় তাঁর সম্পদ খরচঃ যে দিন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইসলাম গ্রহণ করেন সে সময় তাঁর নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল।[১০] এটা ইসলামী দা'ওয়াতের কাজে ও বিশেষ করে দাস-দাসী আযাদকরণে খরচ করেন। আর মানুষ যেমন নিজের সম্পদ হতে খরচ করে, তেমনি আবু বকরের সম্পদ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খরচ করতেন। তাই তো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আবু বকরের সম্পদ আমার যে উপকারে এসেছে তা অন্য কারো সম্পদে আসেনি।[১১]

উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে দান-খয়রাত করতে বললেনঃ সে দিন আমার নিকট বেশ কিছু সম্পদ ছিল। তাই আমি মনে করলাম আজ আবু বকরের সাথে প্রতিযোগিতা করব। আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট হাজির হই। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ? আমি বলি

---

৯. মুসলিম হা/১০২৮।

১০. এক দিরহাম প্রায় ২.৯৭৫ গ্রাম এবং কারো মতে প্রায় ৩.১২৫ গ্রাম। অতএব, (৪০০০০× ২.৯৭৫=১১৯০০০) গ্রাম রুপা হয়। সে যুগে ৮৫ গ্রাম সোনা ও ৫৯৫ গ্রাম রুপার মূল্য সমান ছিল। কারণ এটাই ছিল নেসাব পরিমাণ। এ মোতাবেক হিসাব করলে বর্তমানে ৪০ হাজার দিরহামের মূল্য কত দাঁড়াই একবার চিন্তা করে দেখুন!

১১. ফাযায়েলুস সাহাবা-ইমাম আহমাদ ১/৬৫ সনদ বিশুদ্ধ।

মুসলিমগণ সকলে একমত যে, এখানে সঙ্গী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

৩. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ٣٣ ﴾ الزمر:٣٣

"যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে; তারাই তো আল্লাহভীরু।" [সূরা জুমার:৩৩]

ইমাম বাজ্জার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইবনে আসাকের (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন: সত্য নিয়ে আগমণকারী হলেন মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর সত্যকে মান্যকারী হলেন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে এটাই বলেছেন। এরপরেও জিন্দীকদের (মুনাফেকদের) কিছু বলার আছে কী?

দ্বিতীয়ত: বিশুদ্ধ হাদীস থেকে:

১. আম্র ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করে বলেন: আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আয়েশা। আবার বললাম পুরুষদের থেকে কে? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তার পিতা (আবু বকর)।[১৩]

২. মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমি আমার পিতা আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জিজ্ঞাসা করি, নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরে সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বলেন: আবু বকর। আমি বললাম, এরপর আপনি? আমার পিতা বলেন: উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। আমি ভয় করি

---

১৩. বুখারী হা/৩৬৬২ মুসলিম হা/২৩৮৪।

হয়তো তিনি এরপর উছমানের নাম বলবেন, তাই আমি বললাম, এরপর আপনি? তিনি বলেনঃ আমি তো একজন সাধারণ মুসলিমদের একজন মাত্র।[১৪]

৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ বন্ধুত্বে ও সম্পদে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগ্রাহী ব্যক্তি হলো আবু বকর। আমি যদি কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে বন্ধু গ্রহণ করতাম। কারণ, তিনি আমার ইসলামের ভাই ও বন্ধু।

৪. আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আমাদের জন্য যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তাদের প্রত্যেককে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান দিয়েছি। কিন্তু আবু বকর ব্যতীত, আমাদের জন্য তার সাহায্যের প্রতিদান রোজ কিয়ামতে আল্লাহ প্রদান করবেন। আর আবু বকরের সম্পদ যেমন আমার উপকার করেছে সেরূপ আর কারো সম্পদ উপকার করেনি। আমি যদি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের সঙ্গী (আমি) আল্লাহর খালীল তথা বন্ধু।[১৫]

৫. আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া জোড়া খরচ করবে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে। হে আল্লাহর বান্দা! এটা তোমরা জন্য কল্যাণ। অতএব, যে সালাতে বেশি অগ্রগামী হবে তাকে সালাতের দরজা থেকে আহবান করা হবে। যে জিহাদে বেশি অগ্রগামী হবে তাকে জিহাদের দরজা

---

১৪. বুখারী হা/৩৬৭১।
১৫. তিরমিযী হা/৩৬৬১ শাইখ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসটি সহীহ বলেছেন।